EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-8855500
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

২১শে আগস্ট, ২০১৩ তারিখে সিরীয় সরকারের রাসায়নিক অস্ত্র হামলা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গোয়েন্দা প্রতিবেদন

যুক্তরাষ্ট্র সরকার অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে যাচাই করে দেখেছে যে গত ২১শে আগস্ট, ২০১৩ তারিখে সিরীয় সরকার দামেশ্‌ক-এর শহরতলিতে রাসায়নিক অস্ত্র হামলা চালিয়েছে। আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আরো জানতে পেরেছি যে সিরীয় শাসকগোষ্ঠী ওই হামলায় স্নায়বিক অস্ত্রও ব্যবহার করেছে। যে সকল বিভিন্ন উৎসের ভিত্তিতে এগুলো যাচাই করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষ, বিভিন্ন সংকেত, এবং ভূ-স্পেস সংক্রান্ত বার্তাসহ আরো নানান উৎস। আমাদের এই সকল গোপন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমরা যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস এবং আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অংশীদার দেশগুলোকে অবহিত করেছি। এসব উৎস এবং পদ্ধতিগুলো সুরক্ষিত রাখবার জন্য আমরা এগুলো জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারছি না। তবে সিরিয়াতে যা ঘটেছে সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র গোয়েন্দা গোষ্ঠীর একটি বিশ্লেষণ এখানে তুলে ধরা হলো।

২১শে আগস্ট সিরীয় সরকারের রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার

একটি ব্যাপক সংখ্যক নিরপেক্ষ উৎস ইঙ্গিত দিচ্ছে যে গত ২১শে আগস্ট দামেশ্‌ক-এর শহরতলিতে রাসায়নিক অস্ত্র হামলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য ছাড়াও আরো যেসব মাধ্যম থেকে তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলো হলো -- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও সিরীয় চিকিৎসা কর্মীবৃন্দ, ভিডিও, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য, দামেশ্‌ক ও এর আশেপাশের কমপক্ষে ১২টি এলাকার হাজার হাজার সোশ্যাল মিডিয়া রিপোর্ট, সংবাদকর্মীদের ভাষ্য এবং অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য বেসরকারী সংগঠনসমূহের প্রতিবেদন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একটি প্রাথমিক যাচাই প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে রাসায়নিক অস্ত্র হামলায় ১৪২৯ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে যার মধ্যে রয়েছে কমপক্ষে ৪২৬টি শিশু যদিও এই আরো তথ্য পাবার সাথে সাথে এই হিসাবেরও আরো পরিবর্তন ঘটবে।

অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আমরা যাচাই করে দেখেছি যে গত ২১শে আগস্ট সিরীয় সরকার দামেশ্‌ক-এর শহরতলিতে বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাসায়নিক অস্ত্র হামলা চালিয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে গত ২১শে আগস্ট যে পরিস্থিতিতে বিরোধীরা হামলা চালিয়েছে তা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এই যাচাই প্রতিবেদন তৈরি করবার জন্য আরো যে সব জায়গা থেকে তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হলো এই হামলা চালানো এবং তা কিভাবে হবে সে বিষয়ে সিরীয় শাসকগোষ্ঠী যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে বিভন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য, হামলা-পরবর্তী সময়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ, এবং শাসকগোষ্ঠী ও বিরোধীদের হামলা চালানোর ধরনের মধ্যে পার্থক্য। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার ব্যতিরেকে আমাদের উচ্চ আস্থাসম্পন্ন বিশ্লেষণই যুক্তরাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা ও বিশ্লেষক গোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থান। সে দেশে যা ঘটেছে আর সে বিষয়ে

আমাদের যাচাই প্রতিবেদনে যা আছে তার মধ্যে তথ্যের কোনো ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

পটভূমি

সিরীয় শাসকগোষ্ঠী মাস্টার্ড, সারিন ও ভিএক্স-সহ ব্যাপক সংখ্যক রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ বজায় রাখে। এছাড়াও তাদের আছে হাজার যুদ্ধোপকরণ যা দ্বারা রাসায়নিক অস্ত্র হামলায় ব্যবহার করা সম্ভব। রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ-এর এবং নিরাপত্তা ও আনুগত্য নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যাচাই করে এই কর্মসূচীর সদস্যদেরকে বেছে নেয়া হয়। সিরীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন "সিরিয়ান সায়েন্টিফিক স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার" (এসএসআরসি) সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচীর তত্ত্বাবধান করে থাকে।

অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আমরা যাচাই করে দেখেছি যে সিরীয় শাসকগোষ্ঠী বিগত বছরে বেশ কয়েক বার দামেশ্‌ক শহরতলিসহ বিরোধীদের ওপর স্বল্প মাত্রায় রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। এই যাচাই প্রতিবেদন তৈরি করবার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সিরিয়ার সরকারী কর্মকর্তাদের রাসায়নিক অস্ত্র হামলার পরিকল্পনা ও সেগুলো বাস্তবায়ন এবং বেশ কিছু আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে পরীক্ষা করে গবেষণাগারে বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। আর এ থেকে জানা গেছে যে তারা সারিন দ্বারা আক্রান্ত। আমরা অনুমান করি যে বিরোধীরা রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেনি।

গত ২১শে আগস্টে চালানো রাসায়নিক হামলায় যে ধরনের অস্ত্র প্রয়োগ করা হয় বলে আমরা ধারণা করছি সিরীয় শাসকগোষ্ঠীর সে সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্র রয়েছে এবং একই সময়ে একই সাথে বিভিন্ন জায়গায় তা প্রয়োগ করার সক্ষমতা তারা রাখে। ২১শে আগস্টে যে ধরনের হামলা সংঘটিত হয়েছে আমাদের কাছে এমন কোনো ইঙ্গিত বা প্রমাণ নেই যে সিরিয়ার বিরোধীরা এ ধরনের একটি বড় আকারের সমন্বিত রকেট ও আর্টিলারি হামলা চালানো সম্ভব।

আমরা যাচাই করে দেখেছি বিগত বছরে সিরীয় শাসকগোষ্ঠী রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে শুধুমাত্র প্রাধান্য বিস্তার করতে বা কোনো এলাকার অচলাবস্থা দূর করার জন্য যে এলাকা তাদের দখল করতে বেগ পেতে হয়েছে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নিজেদের দখলে রাখবার জন্য। আর এক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি যে সিরীয় শাসকগোষ্ঠী রাসায়নিক অস্ত্রকে নিজেদের বহু অস্ত্রশস্ত্রের অন্যতম একটি উপকরণ হিসেবেই মনে করে থাকে। তাদের আরো অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রয়েছে বায়ু শক্তি এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র যা তারা বিরোধীদের বিরুদ্ধে নির্বিচারে ব্যবহার করে থাকে।

সরকার বিরোধীরা যাতে দামেশ্‌ক-এর শহরতলিকে সরকারের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সে জন্য ওই এলাকাকে বিরোধী শক্তিমুক্ত করবার জন্য সিরীয় শাসকগোষ্ঠী একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত ২১শে আগস্ট দামেশ্‌ক-এর যে সব এলাকা লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছিল সে সব এলাকাসহ দামেশ্‌ক-এর ডজনখানেক এলাকা বিরোধী শক্তির আওতামুক্ত করতে সিরীয় শাসকগোষ্ঠী ব্যর্থ হয়েছে। এই হামলায় প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রসহ প্রায় সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। আমরা অনুমান করি যে দামেশ্‌ক-এর বড় অংশ দখল করতে না পারার হতাশাই হয়তো সিরীয় শাসকগোষ্ঠীকে গত ২১শে আগস্ট রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিতে ভূমিকা রেখেছে।

প্রস্তুতি:

আমাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে যা থেকে আমরা জানতে পারি যে এসএসআরসি কর্মসূচীর কর্মীরাসহ সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচীর কর্মীরা ওই হামলার আগে রাসায়নিক গোলাবারুদ প্রস্তুত করছিল। হামলার তিন দিন আগে আমরা মানুষ, বিভিন্ন সংকেত এবং এবং ভূ-স্পেস সংক্রান্ত বার্তাসহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিযা সিরীয় শাসকগোষ্ঠীর কার্যক্রম প্রকাশ করে যা রাসায়নিক অস্ত্র হামলার প্রস্তুতির সাথে সংশ্লিষ্ট বলে আমরা জানি।

সিরিয়ার রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচীর কর্মীরা দামেশ্‌ক-এর শহরতলি আদ্রা-য় গত ১৮ই আগস্ট, রবিবার থেকে ২১শে আগস্ট বুধবার ভোর পর্যন্ত তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। এটি এমন একটি এলাকার কাছে যেটি সিরীয় শাসকগোষ্ঠী সারিনসহ তাদের অন্যান্য রাসায়নিক অস্ত্র মেশানোর জন্য ব্যবহার করে থাকে। ২১শে আগস্ট সিরীয় শাসকগোষ্ঠী দামেশ্‌ক-এর কিছু এলাকায় গ্যাসমাস্ক ব্যবহারসহ রাসায়নিক অস্ত্র হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুতি নেয়। দামেশ্‌ক এলাকায় আমাদের গোয়েন্দা উৎস এমন কোনো ইঙ্গিত পায়নি যে ওই হামলার আগে বিরোধীরা রাসায়নিক অস্ত্র হামলার পরিকল্পনা করছিল।

হামলা:

একাধিক গোয়েন্দা ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশ করে যে শাসকগোষ্ঠী দামেশ্‌ক-এর শহরতলিতে ২১শে আগস্টের রাতে রকেট ও আর্টিলারি হামলা চালায়। স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে এটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে যে হামলাটি শাসকগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে চালানো হয় এবং কাফ্‌র বাতনা, জবার, আইন তারমা, দারায়া এবং মু'আদদামিয়াহসহ এমন লোকালয়ে আঘাত হানে যেখানে রাসায়নিক হামলা সংঘটিত হয় বলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। সামাজিক মাধ্যমগুলোতে রাসায়নিক হামলার প্রথম খবর প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ৯০ মিনিট আগে ভোরের দিকে, শাসকগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে রকেট উৎক্ষেপনের তথ্যও এর অন্তর্ভুক্ত। উড়োজাহাজ পরিবহন সংশ্লিষ্ট বা মিসাইল উৎক্ষেপণ সংশিষ্ট কর্মকান্ডের অনুপস্থিতিও আমাদের এই উপসংহারের দিকে নির্দেশ করে যে শাসকগোষ্ঠী এই আক্রমণে রকেট ব্যবহার করে।

দামেশ্‌ক-এর শহরতলিতে অঞ্চলগুলোতে রাসায়নিক হামলার খবর স্থানীয় সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ২১শে আগস্ট স্থানীয় সময় রাত ২:৩০ মিনিটের দিকে প্রকাশ হওয়া শুরু করে। পরবর্তী চার ঘন্টার মধ্যে এই হামলা সংশিষ্ট হাজার হাজার খবর দামেশ্‌ক-এর কমপক্ষে ১২টি এলাকা থেকে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হয়। একাধিক বিবরণ অনুযায়ী বিরোধিগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে রাসায়নিক দ্রব্য ভর্তি রকেট আঘাত হানে।

অত্যন্ত বিশ্বস্ত আন্তর্জাতিক মানবসহায়তা সংস্থা অনুযায়ী ২১শে আগস্টের সকালে তিন ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে দামেশ্‌ক-এর বিভিন্ন এলাকার তিনটি হাসপাতাল প্রায় ৩৬০০ রোগী ভর্তি করার কথা জানায় যারা স্নায়ু প্রভাবক রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শের ফলে যেমন লক্ষণ প্রদর্শন করার কথা তেমন স্বাস্থ্যজনিত লক্ষণ প্রদর্শন করে। স্বাস্থ্যজনিত লক্ষণগুলোর প্রতিবেদন এবং মহামারীর ন্যায় ঘটনাপ্রবাহ যেমন অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক রোগীর আগমন, সংক্রমিত রোগীরা যে এলাকা থেকে আগত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কর্মীদের ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও এসব লক্ষণে সংক্রমিত হওয়া ব্যাপক পরিসরে একটি স্নায়ু প্রভাবক রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আন্তর্জাতিক ও সিরীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছ থেকেও তথ্য পাই।

হামলার সঙ্গে সংশিষ্ট একশোটি ভিডিও আমরা চিহ্নিত করেছি যার অধিকাংশই বিপুল সংখ্যক মানবদেহ প্রদর্শন করে যেগুলোতে স্নায়ু প্রভাবক রাসায়নিক দ্রব্যের সংক্রমণের চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। এই চিহ্নগুলো স্নায়ু প্রভাবক রাসায়নিক দ্রব্যের সংক্রমণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদিও কেবল এমন সংক্রমণের ক্ষেত্রেই নয় অন্য ক্ষেত্রেও এসব চিহ্ন দেখা যেতে পারে। ঘটনার শিকারদের মধ্যে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তার মধ্যে সংজ্ঞাহীনতা, নাক ও মুখ হতে ফেনা উদগীরণ, চোখের মণির স্থির থাকা, দ্রুত হৃৎস্পন্দন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে জটিলতা অন্তর্ভূক্ত। অনেকগুলো ভিডিওতে অসংখ্য মরদেহ দেখা যায় যাদের শরীরে কোনো প্রকাশ্য আঘাতের চিহ্ন নেই যা রাসায়নিক অস্ত্রের হামলার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ছোট আগ্নেয়াস্ত্র, উচ্চবিস্ফোরক গোলাবারুদ বা ব্লিস্টার অস্ত্রের হামলার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সকলের জন্য উন্মুক্ত এমন ভিডিওগুলোতে কমপক্ষে ১২টি স্থান প্রদর্শিত হয় এবং সেই ভিডিওগুলোর একটি নমুনার পর্যালোচনায় নিশ্চিত করা গিয়েছে যে এগুলোর কিছু কিছু ভিডিওর বিবরণ মোতাবেক সাধারণ সময় ও স্থানে রেকর্ড করা হয়েছে।

আমাদের পর্যালোচনা মতে এ সকল ভিডিও, এনজিও ও চিকিৎসাকর্মী কর্তৃক পুনঃনিশ্চিত করা শারীরিক লক্ষণ সমূহ এবং এই রাসায়নিক আক্রমণের সঙ্গে সংশিষ্ট অন্যান্য তথ্য জালিয়াতি করার মতো সামর্থ্য সিরীয় বিরোধীগোষ্ঠীর নেই।

অতীত সিরীয় চর্চাসহ বিপুল পরিমাণ তথ্য আমাদের হাতে রয়েছে যা থেকে আমরা এ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে শাসকগোষ্ঠীর কর্মকর্তাগণ ২১শে আগস্টের হামলা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং এই হামলা পরিচালনার নির্দেশ দেন। এই হামলার সম্বন্ধে গভীরভাবে অবগত একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার একটি কথোপকথন সম্বন্ধে আমরা অবগত হই যিনি এটা নিশ্চিত করেন যে ২১শে আগস্ট রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহৃত হয় এবং জাতিসংঘ ইন্সপেক্টরগণ এ সম্বন্ধে তথ্য পেয়ে যাবেন বলে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। অ ামাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য আছে যার মতে ২১শে আগস্টের অপরাহ্নে সিরিয়ান রাসায়নিক অস্ত্র সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজ স্থগিত করার নির্দেশ দেয়া হয়।

একই সময়ে, যেসব স্থানে রাসায়নিক হামলা দেখা দেয় সেসব এলাকায় শাসকগোষ্ঠী আর্টিলারি হামলার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। হামলা পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা তার আগের দশ দিনের তুলনায় চারগুণ অধিক আর্টিলারি ও রকেট আক্রমণের লক্ষণ চিহ্নিত করতে পারি। ২৬শে আগস্টের সকাল পর্যন্ত আমরা সেসব লোকালয়ে অনবরত হামলার লক্ষণ দেখতে পাই।

২১শে আগস্টে যে রাসায়নিক অস্ত্রের হামলা সংঘটিত হয় সেজন্য যে সিরিয়ান সরকার দায়ী সেকথা নির্দেশ করে এমন বিপুল পরিমাণ তথ্য বিদ্যমান। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে সংশিষ্ট আরো তথ্য বিদ্যমান যেগুলোর উৎস ও সংগ্রহের পন্থা নিয়ে উদ্বেগ থাকার কারণে সেগুলো গোপন রাখা হয়েছে এবং কংগ্রেস ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সেই উদ্বেগগুলো সম্বন্ধে জানানো হচ্ছে।

==========

জিআর/ ৩১শে আগস্ট, ২০১৩